FEB. 1_ 2001

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ..7.. .. কলাম ..1.....

দৈনিক ইনকিলাব

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবী আদায় নিয়ে শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে

মোঃ আবদুর রহিম ॥ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন প্রদানের চুক্তি কার্যকর না হওয়ায় এবং তৃতীয় বিভাগধারী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি না করার বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষক সংগঠনসমূহের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে।

গত বছর ২৪ আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন প্রদানের দাবীতে দীর্ঘ ধর্মঘট শেষে বকেয়াসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী বেতনের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন প্রদান এবং অন্যান্য দাবীর বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে শিক্ষক সংগঠনসমূহের দু'টি জোটের মধ্যে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। কিন্তু শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট নেতা শেখ আমানুল্লাহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও ঐক্যজোট নেতা সেলিম ভূঁইয়া চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ছিলেন না। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ঐক্যজোটের অবস্থান চলছিল। ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়া অবস্থানরত শিক্ষকদের মনোভাবের

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেক্ষাপটে শিক্ষক আন্দোলন প্রত্যাহার না করে তা স্থগিত করে জানুয়ারী ২০০০ হতে দাবী পূরণ না হলে পুনরায় আন্দোলন শুরুর কর্মসূচী দিয়ে কাজে যোগ দেয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তর কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পাদিত ৯ দফা চুক্তির কয়েকটি চুক্তিকে এমনভাবে কার্যকর করেন, যা শিক্ষক স্বার্থবিরোধী। শিক্ষক স্বার্থবিরোধী চুক্তিসমূহের অন্যতম তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করা। কিন্তু চুক্তিতে চুক্তির তারিখের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির বাইরে রাখার বিষয়ে কোন কথা ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষপটে শিক্ষক সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটভুক্ত শিক্ষকগণও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে ঐক্যজোট ৯ দফা চুক্তির শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারা বাতিলের দাবী জানিয়ে আন্দোলনের হুমকি দেয়। কিন্তু শিক্ষক সমন্বয় কমিটি এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চুপ থাকে। পরবর্তীতে ঐক্যজোটের আন্দোলনের প্রেক্ষপটে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদভুক্ত শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ২৪ আগস্ট ২০০০ -এর পূর্বের তৃতীয় বিভাগধারী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবী করলেও এ বিষয়ে আন্দোলনে যাওয়ার চিন্তা করেনি। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ডাকে শিক্ষক আন্দোলন জোরালো হতে থাকলে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ শিক্ষ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠকের প্রস্তাব দেয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সচিবের সাথে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক গত ২৯ জানুয়ারী অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী বেতনের শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি এবং তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐদিনই ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিবৃতি প্রচার করা হয়।

কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট শিক্ষা সচিবের সাথে শিক্ষক ফেডারেশনের বৈঠকের ফলাফলকে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত বলে প্রচার করেন। তারা দাবী আদায়ে আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য এবং আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে আনুষ্ঠিতব্য মহাসমাবেশে যোগ দিয়ে দাবী আদায়ের পথ তৈরীর আহবান জানান। ঐক্যজোটের আন্দোলনের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল প্রতীক অনশন পালিত হয়। কর্মসূচী অনুযায়ী

মুক্তাঙ্গনে প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে গতকাল সকাল ১০টায় অনশন শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় শেষ হয়। কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী

নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, আহবায়ক মাওলানা এম এ লতিফ, যুগ্ম আহবায়ক প্রিন্সিপাল মাযহারুল হান্নান, জোট নেতা প্রিন্সিপাল ইসাহাক হোসেন, বজলুর রহমান, মাহবুবুর রহমান মোল্লা, ফাতেমা আক্তার হেনা, প্রিন্সিপাল আফসার উদ্দীন, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, অধ্যাপক রোকশানা পারভীন, অধ্যাপক লেয়াকত আলী, বাবু অজিত কুমার সরকার, মোঃ জাকির হোসেন, শাহাদৎ হোসেন, আকুল ফারাহ, অধ্যাপিকা মাকসুদা রেজা, আবু কালাম আজাদ, বাবু সরকার পরিতোষ প্রমুখ। অনশন বিকাল ৪টায় শেষ হন।

নেতৃবৃন্দ একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী মহলের চক্রান্তে বিভ্রান্ত না হয়ে ৬ ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশে দলমত নির্বিশেষে শিক্ষক কর্মচারীদের অংশগ্রহণের আহবান জানান।

ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কতিপয় শিক্ষক নামধারী দালালচক্র কর্তৃপক্ষের সাথে আঁতাত করে শিক্ষক আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আপোষহীন সংগ্রামের কারণে এই সমস্ত সুবিধাভোগী মহলের চরিত্র সাধারণ শিক্ষকদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।

অপরদিকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর ৯ দফা চুক্তির সময় ঐ সময়ের আন্দোলনের অপর একক শরিক সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (শাখাওয়াত-নজরুল) নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন না। এ নিয়ে সভাপতি জনাব শাখাওয়াত হোসেন এবং মহাসচিব নজরুল ইসলামের মধ্যে গোপন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের নতুন আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষপটে উক্ত দুই নেতার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যরূপ লাভ করে। জনাব শাখাওয়াত হোসেনের সাথে সংগঠনের ঢাকা মহানগরীর নেতৃবৃন্দ জোট বাধেন। সংগঠনের মহাসচিবের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাংবাদিক সম্মেলন করে জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অপরদিকে জনাব নজরুল আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দকে সংগঠনের স্বার্থবিরোধী বলে উল্লেখ করে তাদের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিক্ষক সদস্যদের প্রতি আহবান জানিয়ে নতুন আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষাপটে শিক্ষক সংগঠনটি এখন দ্বিধাবিভক্ত। এ পর্যায়ে শিক্ষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের সমর্থন নিজেদের পক্ষে আনতে এখন ঐক্যজোট এবং ফেডারেশনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। ফেডারেশন চায় আলোচনার মাধ্যমে দাবী আদায়, আর ঐক্যজোট চায় আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়। আর দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষক সমিতি নিজেরা ঘর সামলানোর বিষয়ে সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।